তারিখ ... ...২৫/১০/৮৫...
পৃষ্ঠা... .. ... ১কলাম...৮... ...

ইত্তেফাক

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

জগন্নাথ কলেজ বনাম বিশ্ববিদ্যালয়

জনৈক জনাব আবদুল জলিলের একটি চিঠির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। জলিল সাহেবের অনুমান নির্ভর নিজস্ব বিবেচনা-নির্ভর অভিমত আমার মতো অন্য অনেককেই বিস্মিত করেছে। জলিল সাহেবের কথার সার সংক্ষেপ হল জগন্নাথ কলেজ সর্বতোভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ এবং কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আবির্ভূত হতে পারছেনা।

জগন্নাথ কলেজ বন্ধ। কারা কলেজ বন্ধ করেছেন? জলিল সাহেবই জানিয়েছেন-- ছাত্ররা। ছাত্ররা পড়াশোনা করতে চায়-- এবং বাহ্যিক কোন বিষয়ের প্ররোচনা ছাড়াই তারা ধর্মঘট আহ্বান করে কলেজ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা জানি, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ধর্মঘটের বিপক্ষে, সহিংস সংখ্যালঘুদের দাপটেই তাঁরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জলিল সাহেব বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর মনোভাবের কথা। কি পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কঠোর হয়েছিলেন সেই পটভূমি কি তিনি জানেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব নমনীয় হবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু লাগামহীন নকল প্রবণতার প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকলে কি নিদারুণ অনৈতিকতাকেই প্রশ্রয় দেয়া হয় না? পরিস্থিতি একেবারেই নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হয়ে যাবার উপক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই এই কঠোর ব্যবস্থা করেছেন। বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবেই দেখা যেতে পারে। কিন্তু জলিল সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জগন্নাথ কলেজের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তার কটাক্ষ অভদ্রজনোচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন কলেজই নয়, অদূর ভবিষ্যতে তা হবার কোন সম্ভাবনাই দেখছিনা। ইডেন কলেজ সম্পর্কে জলিল সাহেবের মর্মবেদনায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবকিছু অত্যন্ত শোভন ও অত্যন্ত আশানুরূপ ঘটছে এমন দাবী নিশ্চয়ই করা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো দেশের সার্বিক সংকটের বাইরে নয়, অতএব অনিয়ম ও সামাজিক রোগের কিঞ্চিৎ সংক্রমণ সেখানেও আছে। তবে তা কোন অবস্থাতেই নিন্দনীয় পর্যায়ের নয়। প্রশ্ন বলে দেয়া হয়, ইচ্ছেমতো নম্বর বসিয়ে দেয়া হয় ইত্যাদি অভিযোগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়,। কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সেরকম যদি ঘটে থাকে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যতিক্রম। এরকমের ভিত্তিহীন অভিযোগ অবশ্যই পত্রলেখকের প্রত্যাহার করা উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বলেনি যে, জগন্নাথ কলেজের সকল ছাত্রই নকলবাজ। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই জলিল সাহেব, জগন্নাথ কলেজকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি লাভ? তাতে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে শিকে ছিড়বে? আপনি বলুন তো, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের শহরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসতে আপত্তি কিসের? বহু ছাত্র যে এখানেই পরীক্ষা দিতে চায়, তা তো তাঁদের বিবৃতিতেই প্রকাশিত। আপনি যদি এক চোখ বন্ধ করে থাকেন, তাহলে তো কিছু করার নেই। সমগ্র চিঠিতে আপনি যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৌত করেছেন, তাতে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষকরাই অত্যন্ত লজ্জা ও বিব্রত বোধ করবেন, তাঁরাও তো অধিকাংশই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। জলিল সাহেব, আপনি উত্তেজিত অভিভাবকের ভূমিকা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। জগন্নাথ কলেজের প্রতি কারো কোন ঈর্ষা নেই। আপনি অযথা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানহানিকর যে কুৎসা রচনা করেছেন তাকে ধিক্কার দেবার ভাষা আমাদের জানা নেই।

জগন্নাথ কলেজে আমাদের শ্রদ্ধেয় অনেক শিক্ষক রয়েছেন। তাঁরা অনেকেই কলেজের দুরবস্থা নিয়ে চিন্তিত। কোন বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে যদি পাঁচ শতাধিক ছাত্র ভর্তি করা হয়, আর শিক্ষকস্বল্পতা থাকে সেখানে কি আশানুরূপ পড়াশোনা সম্ভব? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ঐ কলেজকে যে কোন সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতে বলেছে? ছাত্ররা যদি পড়াশোনা করতে না পারে, আর তারই ফলশ্রুতিতে নকলনবিশ হয়, তা হলে গলদটা কোথায়? আমাদের জানামতে, বহু শিক্ষকই এ অবস্থায় তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। আবার এমনও তো শিক্ষক আছেন, নেতা আছেন, যাঁদের কোনভাবেই ঐ কলেজ থেকে বদলি করা যাচ্ছে না। তাঁদের খুঁটির জোর আছে। তাঁরা বদৌলতে ওখানেই বহু বছর আছেন, থাকবেনও। তাঁরা কতটা শিক্ষার্থে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে পেশাকে ব্যবহার করছেন, তার খোঁজও নিশ্চয়ই জলিল সাহেব রাখেন।

আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যা সদর্থক ও ফলপ্রদায়ী। সে জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যেন কোন সুবাদেই নীতি বহির্ভূতভাবে অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের অমংগল ডেকে আনতে না পারেন, সেজন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চালাও কলঙ্ক রটিয়ে, শিক্ষকদের সম্পর্কে অপমানসূচক বাক্যবান নিক্ষেপ করে, অথবা জগন্নাথ কলেজকে অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব। আর একটি কথা জলিল সাহেবকে জানাতে চাই, তাঁর মতের সমর্থক অনেকের চাপে যদি জগন্নাথ কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষের চেয়ে বেশী আনন্দিত আর কেউ হবে না।

রফিকুল আলম, ৬৭, লেক সার্কাস, ঢাকা।